মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-২ গাংনী ক্যাম্পের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে শাহীন হোসেন (১৯) ও একই গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ইসরাফিল আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম(৩২)। এসময় তাদের নিকট থেকে মাদক ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইলফানে ও নগদ ১১’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) ভোরের দিকে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা-দক্ষিণ যাদবপুর রাস্তার ঈদগাহ মাঠের সামনে থেকে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ এই ২ মাদক কারবারীকে আটক করা হয়।

দুপুরের দিকে র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানা গেছে।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ যাদবপুর ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১১ গ্রাম হেরোইন, ১১ শ নগদ টাকা ও ২ টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় র্যাবের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটকদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অভিযানে ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) শাখার বিশেষ অভিযানে ৭২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশ।

রবিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় গোপন সংবাদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ডিঙ্গেদাহ টু হিজলগাড়ি রোডের পাশে শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা ঈদগাঁহ পাড়া থেকে ফেনসিডিলসহ মোছাঃ সালমা বেগম (৫০) আটক করে ডিবি।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এএসআই (নিঃ) শ্রী বিজন ভট্টাচার্য, এএসআই (নিঃ) মোঃ আবেদুর রহমান, এএসআই (নিঃ) শ্রী রমেন কুমার সরকার, কং/৩১৪ সাদ আহামেদ,কং/৬৪০ সাকিব আহম্মেদ, কং/৪০৭ শামিম হোসেন, নারী কং/৯৩১ মোছাঃ সুরভী খাতুন গোপন সংবাদের ভিিওতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ডিঙ্গেদাহ টু হিজলগাড়ি রোডের পাশে শংকর চন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা ঈদগাঁহ পাড়া মোছাঃ সালমা বেগম (৫০), স্বামী মোঃ আব্দুল মালেক, পিং-মৃতঃ আব্দুল কুদ্দুস বিশ্বাস, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গার একতলা বিশিষ্ট বসত বাড়ির শোবার ঘরের ভিতর থেকে একটি প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে হতে বিশেষ কায়দায় মোড়ানো অবস্থায় ৭২ (বাহাত্তর) বোতল আমদানি নিষিদ্ধ অবৈধ মাদকদ্রব্য ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

মেহেরপুরে জোড়া হত্যা মামলায় ৯ জনের ফাঁসি রায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বর্ডার পাড়ায় চাঞ্চল্যকর আবুজেল ও রফিকুল ইসলাম দুই সহদর কে হত্যার দায়ে ৯ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার (২ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডিতরা হলেন- একই গ্রামের আব্দুল হালিম, আতিয়ার রহমান, জালাল উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, শরিফ হোসেন, দবির উদ্দিন, আজিজুল হক, ফরিদ হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনি। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জালাল উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৫ জুন গাংনীর কাজিপুর এলাকায় ফেনসিডিলের একটি বড় চালান ধরা পড়ে। ওই ঘটনায় একই গ্রামের কিয়ামুর্দ্দীনের ছেলে আবুজেল(৩৫) ও রফিকুল ইসলাম(৪০) ফেনসিডিল ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তাদের হাত রয়েছে এমন অভিযোগ তোলা হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১২ সালের ১৫ জুন রাতে বিষয়টি মীমাংসা করবে বলে দুই ভাইকে মোবাইল ফোনে ডেকে নেই আসামিরা। পরদিন সকালে কাজিপুর গ্রামের মন্ডল পাড়া এলাকার ভারতীয় সীমান্ত পিলার ১৪৫ নং/এস-৬ এর কাছ থেকে বাংলাদেশ সীমানার ভেতরে ৭০/৭৫ গজ দক্ষিনে জনৈক লাল্টুর মরিচ ক্ষেত থেকে তাদের দুই ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে দুই সহোদর হত্যার ঘটনায় নিহতদের বোন জরিনা বেগম বাদী হয়ে ৩০২ও ৩৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আসাদুজ্জামান মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার অপর আসামি আরিফ, রাজিব, আলমেস, হারুন ও ফারুকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদেরকে বেকসুর

খালাস দেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে আতাউল হক, এ কে এম শফিকুল আলম এবং কামরুল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার রায় ঘোষণার পর অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক বলেন, এটা মেহেরপুরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রায় হলো। এই রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আবারো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলার বাদি জরিনা বেগম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আদালতের এই রায় অনতিবিলম্বে কার্যকরের দাবী জানান তিনি।

এদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাবো।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরে ৪২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ২

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর বাজার থেকে ৪২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ দুজনকে আটক করেছে ফাঁড়িপুলিশ। গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে ফাঁড়িপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর বাজারের হাসান ট্রেডার্সের সামনে থেকে ওসমানপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৫) ও মৃত তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে মানিক (৩৫)কে আটক করে পুলিশ। তাদের নিকট থেকে ৪২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

মুজিবনগরে গাঁজাসহ পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ নুরুজ্জামান ওরফে আগুন (৩২) নামের এক পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

নুরুজ্জামান ওরফে আগুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকার নতুন বাজার এলাকার মতিয়ার রহমানের ছেলে।

শনিবার ভোররাতের দিকে মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর-দর্শনা রাস্তার বাগোয়ান গ্রামের মধ্যে থেকে তাকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অতুল জোয়াদ্দার সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকালের দিকে ১৯১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এবং ১৯(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, নুরুজ্জামান একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে এর আগেও কয়েকটি মাদকের অভিযোগে মামলা রয়েছে। শনিবার বেলা ১১ টার দিকে আটক নুরুজ্জামানকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় থানায় নতুন ওসি বিপ্লব কুমার নাথের যোগদান

আলমডাঙ্গা থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পরিদর্শক) নতুন ওসি হিসেবে যোগদান করেছেন বিপ্লব কুমার নাথ। এসময় (ওসি) সাইফুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নবাগত ওসি বিপ্লব কুমার নাথ আলমডাঙ্গা থানায় যোগদানের পূর্বে তিনি মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানা, শালিখা থানা, ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ সদর থানা, কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া মডেল থানা, যশোর জেলার মনিরামপুর থানা, সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা, আশাশুনি থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ইতোমধ্যে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার বিশেষ শাখার জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসির পদে যোগ দেন। শনিবার সকালে তিনি থেকে আলমডাঙ্গা থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন- জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের জন্য আলমডাঙ্গা থানা এলাকার সম্মানিত সমগ্র আলমডাঙ্গা বাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন ওসি বিপ্লব কুমার নাথ, আইজিপি ব্যাজ (বার)।

আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত যেকোন ইস্যুতে সমগ্র আলমডাঙ্গা বাসীর সুচিন্তিত পরামর্শকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি চারপাশের প্রতিনিয়ত ঘটমান অপরাধ সম্পর্কে তথ্য প্রদানকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। তথ্যদাতার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা শতভাগ রক্ষা করা হবে।

মেহেরপুরে ভারতীয় সীমান্ত থেকে ১২ কেজি রৌপ্য জব্দ

মেহেরপুরের ভারতীয় সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে চোরচালানাকৃত ১২ কেজি রৌপ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শনিবার সকালে বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী তেঁতুলবাড়ী বিওপির একটি টহল দল পরিত্যক্ত অবস্থায় এই রৌপ্য জব্দ করেন।

৪৭-বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সন্ধ্যায় দেওয়া প্রেসনোট থেকে জানা যায়, গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের তেঁতুলবাড়ী বিওপির কমান্ডার নায়েব

সুবেদার মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পিলার ১৪১/১-এস থেকে আনুমানিক ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরেন মথুরাপুর মাছ এলাকার একটি বাঁশ বাগান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভারতীয় ১২ কেজি রৌপ্য জব্দ করা হয়।

জব্দকৃত রৌপ্য এর আনুমানিক সিজার মূল্য ১৬ লাখ ৭৮ হাজার ৯২০ টাকা। জব্দকৃত রৌপ্য সেক্টর সদর দপ্তরে জমা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে দু’জন মাদক ব্যবসায়ী ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার লালব্রিজ সংলগ্ন থেকে তাদের আটক করে। আটকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

জানাগেছে, কুষ্টিয়া ইবি থানার দুর্গাপুর গ্রামের মহত আলীর ছেলে আলাউদ্দিন (২৭) ও মসলেম উদ্দীনের ছেলে সামিম (২০)। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার লালব্রিজের নিকট মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এএসআই মোস্তফা কামাল ও এএসআই রাসেল তালুকদার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ রোধে অভিযান পরিচালনা করেন। লালব্রিজ সংলগ্ন ব্রিজের উপর থেকে দু’জনকে আটক করে। তাদের শরীর তল্লাশি করে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে। রাতেই আটকৃত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

জীবননগর থানার ওসির বিদায় ও নবাগত ওসি নাসির উদ্দিন মৃধার যোগদান

জীবননগর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মোঃ আব্দুল খালেককে বিদায় ও নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসাবে মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধার যোগদান উপলক্ষে মতবিনিময় আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্টিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৫টার সময় জীবননগর থানার আয়োজনে জীবননগর থানা কার্যলয়ে এ আলোচনা, মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জীবননগর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধার সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক,জীবননগর থানার (ওসি) তদন্ত স্বপন কুমার, ওসি (অপারেশন) মাহাবুব হোসেন, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন, সাংবাদিক জাহিদ বাবু, আতিয়ার রহমান, মিঠুন মাহমুদ, জীবননগর থানার এস আই নাহিরুল ইসলাম, রায়হান, মাহফুজ, নওশাদ প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর থানার এস আই কেরামত আলী।

মুজিবনগরে ৩ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউপি মেম্বরের মামলা

প্রথম আলোর সাংবাদিক সামসুজ্জামান শামসকে আটকের জেরে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে যখন নিন্দার ঝড় বইছে ঠিক সেসময়ে মেহেরপুরের

মুজিবনগরে সংবাদ প্রকাশের জেরে তিন সাংবাদিককের নামে মানহানি মামলা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আব্দুর রাকিব। মামলায় আসামি করা হয়েছে জবাবদিহির মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা, মাথাভাঙ্গার মুজিবনগর প্রতিনিধি শেখ শফি এবং সময়ের সমিকরণের মুজিবনগর প্রতিনিধি সোহাগ মণ্ডলকে।

গত ২৫ মার্চ ঢাকা থেকে প্রকাশিক জবাবদিহি, চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিক মাথাভাঙ্গা ও সময়ের সমিকরণে সাংবাদিকদের নাম ভাঙিয়ে টিসিবি পন্য নিলেন ইউপি সদস্য রাকিব’ শিরোনামসহ ভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদের জের ধরে তিনি ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তিনি এ মামলা করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামীরা মানহানীকর, মান সম্মানহানীকারী ব্যক্তি। তিনি একজন একজন সমাজপতি এবং স্থানীয় ইউ.পি সদস্য এবং তিনটি স্কুলের সহ- সভাপতি। তিনি বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগেরও সভাপতি। এছাড়াও তিনি ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বলে দাবী করেছেন।
তিনি এজাহারে আরো উল্লেখ করেছেন, আসামীরা তার মান সম্মানের ক্ষতি করার জন্য যে কোন সময় যে কোন স্থানে কটূক্তি ও কুরুচি কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে। আসামীরা নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মহলে চাঁদাবাজী করে এবং নিরীহ লোকজনের মান সম্মানের ক্ষতি করে। বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ঢোলমারী ও রতনপুর, বল্লভপুরে ও বাগোয়ান ওবায়দুল ইসলাম (সোনার) আম বাগানে কম মূল্যে টিসিবির মালামাল বিক্রয় করা হচ্ছিল। আমি কখনো টিসিবি’র মালামাল ক্রয় না করা সত্ত্বেও আসামীরা সংবাদ প্রকাশ করে।

যে সংবাদের কারণে মানহানি মামলা তা পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো

মুজিবনগরে সাংবাদিকদের নাম করে টিসিবি’র পণ্য উত্তোলন করেছে ইউপি সদস্য রকিব হোসেন। শুক্রবার সকালে বাগোয়ান গ্রামে টিসিবি

পণ্য বিতরন চলাকালীন সময়ে কার্ড না দিয়ে সাংবাদিকদের নাম করে ৫টি পণ্য উত্তোলন করেন তিনি। অথচ সেই পণ্যের বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করা হয়নি। পরে সাংবাদিক সোহাগ মন্ডলসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা সেখানে গেলে সাংবাদিকদের নামে ইউপি সদস্য রকিব হোসেন ৫ জনের জন্য টিসিবি পণ্য নিয়েছেন বলে জানান টিসিবি’র ডিলার রিপন আলী। ইউপি সদস্যের এমন কর্মকান্ডে নিন্দা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। এছাড়ার দীর্ঘ সময় লাইনে দাড়িয়ে থেকেও পণ্য না পাওয়া এবং স্বজনপ্রীতি করে লাইনের বাইরে পণ্য দেওয়ার অভিযোগও অনেকের। অভিযোগ রয়েছে, টিসিবি’র পণ্য নিতে আসা কার্ডধারী নিম্নআয়ের সাধারন মানুষ ভোর রাত থেকে লম্বা দীর্ঘ লাইনে সারাদিন দাড়িয়ে থেকেও পাচ্ছে না একটি পণ্য। যাদের কিনা এই পণ্যটি খুবই প্রয়োজন। বেশি টাকা দিয়ে তেল, চিনি কেনার সক্ষমতা তাদের নেই।

তবুও নিম্নআয়ের ব্যাক্তিদের মিলছে না পণ্য। অথচ পিছন দিক দিয়ে পণ্য পার হচ্ছে অন্যদের হাতে। টিসিবি পণ্য কিনতে আসা নাছিরন নেছা জানান, দোকানে তেল চিনি কিনতে অনেক টাকা লাগে। কিন্তু এখানে সেটা ন্যায্য মূল্যে পাচ্ছি। তবে এখানে পণ্য নিতে এসে সেই ভোর রাত থেকে লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়। তারপরেও কিছু কিছু দিন পণ্য না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। আরেকজন পণ্য ক্রেতা জানান, এর আগেরবার টিসিবি পণ্য নিতে এসেছিলাম। সারাদিন লাইনে দাড়িয়ে থাকার পর পণ্য শেষ হয়ে যাওয়ায় বাসায় চলে গিয়েছিলাম। আজকেও এসেছি, সকাল থেকে লাইনে দাড়িয়ে আছি। কিন্তু পাশে থেকে মানুষ এসে ২/৩টা করে টিসিবি’র পণ্য নিয়ে যাচ্ছে।

টিসিবি’র পণ্য নিতে আসা কার্ডধারী নিম্নআয়ের সাধারন মানুষ ভোর রাত থেকে লম্বা দীর্ঘ লাইনে সারাদিন দাড়িয়ে থেকেও পাচ্ছে না একটি পণ্য। যাদের কিনা এই পণ্যটি খুবই প্রয়োজন। বেশি টাকা দিয়ে তেল, চিনি কেনার সক্ষমতা তাদের নেই। তবুও নিম্নআয়ের ব্যাক্তিদের মিলছে না পণ্য, অথচ পিছন দিক দিয়ে পন্য পার হচ্ছে অন্যদের হাতে।

টিসিবি’র ডিলার রিপন আলীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, রকিব মেম্বার সাংবাদিকদের নামে ৫টি পণ্য নিয়ে গেছে। পরে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে আসলে তাদের কাছ থেকে জানতে পারি তারা পণ্যের নেওয়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না। একজন জনপ্রতিনিধি এধরণের প্রতারণা করে পণ্য নিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

এবিষয়ে জানতে রকিব মেম্বারের ০১৯৭১৯০১২১০ নম্বরে যোগাযোগ করলে তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।